গাংনী থানায় ভুক্তভোগীদের মানবপাচার মামলা

অবশেষে আদম পাচারকারীর দালালদের গোপন ক্যাম্প থেকে ১০৪ যুবককে উদ্ধার করেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ। মালেশিয়ার সালাক সালাতন নামের একটি ক্যাম্প থেকে তাদের আটক করেন পুলিশ।

আটক যুবকদের পরিবারের লোকজন ও মালেশিয়ার সালাক সালাতন ক্যাম্পে বন্দী গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে আব্দুর রহমান, আব্দুল মজিদের ছেলে আব্দুস সালাম মোবাইল ফোনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে সাহেবনগর গ্রামের মোফাজ্জল হোসেন, ব্রজপুর গ্রামের আনারুল ইসলাম, কল্যাণপুর গ্রামের ওবায়দুল্লাহ, আব্দুল মজিদ, রফিকুল ইসলাম, আসাদুল ইসলাম ও আতিয়ার রহমান বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। সহ কয়েকজন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মুছা ইন্টারন্যাশল নামের আদম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাহেবনগর গ্রামের মৃত ইছাহাক আলীর ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমকে প্রধান আসামি ও একই গ্রামের আব্দুল হাদি ওরফে সুরজের ছেলে আব্দুল আওয়াল, আব্দুল হাদি, রঞ্জিত মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম, নুর ইসলামের ছেলে হাসানুজ্জামান, নুর মোহাম্মদের ছেলে আরিফুল ইসলামকে মামলার আসামি করা হয়েছে।

২০১২ সালের মানব পাচার আইনের ৬(২)/ ৭/৯/১০ ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়। গাংনী থানার মামলার নং ৩২ তাং ২৮/০২/২৪ ইং।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিত কুমার নন্দী মামলার এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সংঘবদ্ধ মানবপাচারের সদস্য অর্থের বিনিময়ে লোক পাঠিয়ে প্রতারণা ও জবরদস্তি মুলক শ্রমে বাধ্য করার অপরাধে মামলাটি এফআইআরভুক্ত করা হয়েছে।

মামলার একজন বাদি সাহেবনগর গ্রামের গ্রামের আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, আমার ছেলে আব্দুস সালামকে ভাল কাজ দেবে বলে বলে মুসা কলিম

৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা নেন। প্রায় ৪ মাস আগে সে মালেশিয়াতে নিয়ে একটি ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। ছেলে আমাকে গত সোমবার বিকালে (বাংলাদেশ সময়) মোবাইল ফোনে জানান, আমাদের সালাক সালাতন ক্যাম্পে পুলিশের অভিযান শুরু হয়েছে। অর্ধ শত যুবকদের উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর কথা হবেনা। চিন্তা করবেন না।

সাহেবনগর গ্রামের সাগরিকা খাতুন বলেন, সংসার সুখের জন্য ভিটে মাটি ও ধার দেনা করে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলাম আদম ব্যপারির দাল সাহবনগর গ্রামের সুরজ আলীর হাতে। আমার ছেলে শাহীন আলমকে মালেশিয়া নিয়ে একটি ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে ৪ মাস আটকে রেখেছে। সোমবার সেখানকার ইমিগ্রেশন পুলিশ আমার ছেলেসহ প্রায় শতাধিক যুবককে উদ্ধার করেছে। এখন আর তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিনা। তিনি বলেন, হাড়াভাঙ্গা, সাহেবনগর, সহড়াতলা, কাজিপুর এলাকার প্রায় তিন শতাধিক যুবকের পরিবারে শুধু হতাশা আর কান্নার রোল।

এদিকে আদম পাচারকারী সাহেবনগর গ্রামের প্রধান আদম ব্যবসায়ী মুছা ইন্টারন্যাশনালের মালিক ইঞ্জিনয়ার মুসা কলিম, সুরজ আলী, রাজু আহমেদ, তোফাজ্জেল মাষ্টারসহ তাদের লোকজন বাড়িঘর ছেলে পলাতক রয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় আটকে থাকা ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, স্থানীয় গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের কেএনএসএইচ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান শিক্ষক মাজেদ মাস্টার, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলাম ওরফে ন্যাড়া, বালিয়াঘাট গ্রামের আনিসুল হক মাস্টারের ছেলে শোভন, সাহেবনগর গ্রামের সুরজ ও তার ভাই আওয়াল এবং ইঞ্জিনিয়ার মুসা কলিমের মাধ্যমে ঢাকায় নাভিরা ও মুসাকলি এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির মাধ্যমে টাকা দিয়ে ভালো কাজের আশ্বাসে তারা মালয়েশিয়ায় আসেন।

ক্যাম্পে আটকে থাকা যুবকরা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা ৪/৫ মাস আগে এখানে এসেছি। আমাদেরও এই ক্যাম্পে আটক রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আজকে শতাধিক যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মালেশিয়ান ইমিগ্রেশন পুলিশ।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনের পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের পিতা মোঃ আব্দুল হালিম ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫ টা ১০ মিনিটের সময় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

তিনি মেহেরপুর পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার নিবাসী। তাঁর বড় ছেলে মরহুম মিজানুর রহমান রিপন মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জনক ছিলেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

এদিকে, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের বাবার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার বিদেহী শান্তি কামনা করে শোক জানিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে তারুণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে তরুণদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও সরকারি সুযোগ আরও সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে,“আমিও জিততে চাই” এই আলোকে তারুণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে তারুণ্যের মেলার উদ্বোধন করেন পাবলিক প্রসিকিউটর ও জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট

পল্লব ভট্টাচার্য।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এএস এম সাইদুল রাজ্জাক, বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রাজ্জাক, জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আকবর জালাল, জেলা মহিলা দলের সাইয়্যেদেতুন্নসা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক মোঃ. ইব্রাহিমসহ মাল্টিপার্টি এ্যাডভোকেসি ফোরামের সদস্যরা। তারুণ্যের মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও যুব সংগঠনের শতাধিক তরুন অংশগ্রহণ করে।এসময় নাগরিক ইস্যু নিয়ে বিতর্ক, কুইজ ও ভিডিও বার্তা তৈরির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অংশগ্রহণকারী তরুণরা বলেন, একদিকে চাকুরীর সুযোগ যেমন কম অপরদিকে উদ্যোক্তা হতেও রয়েছে জটিল সব প্রতিবন্ধকতা ।তরুণদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সহজ ঋণ সুবিধার দাবি জানান তারা।

রুবাইয়াত হাসান আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল রেজিওনাল কো-অরডিনেটর মো: ইয়াসিন আরাফাত ও সিলমী সাদিয়া ইলেকটোরাল প্রোগ্রাম এসিসট্যানট সহ সকলে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি প্যাডি গ্রেফতার

দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) হত্যা মামলার প্রধান আসামি (মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম র্যাব-২ শেরেবাংলা নগরনগরের সহযোগিতায় ঢাকা তুরাগ থানার বাউনিয়া এলাকা

থেকে সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রায়হান, এসআই সুফল কুমার ও এএসআই মাহাবুব হাসান ও সঙ্গীয় ফোর্স অংশ নেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি গাংনী পৌরসভার শিশিরপাড়া গ্রামের মাহাতাব আলীর ছেলে।

ফয়সাল হোসেন প্যাডির বিরুদ্ধে দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার, কক্সবাজারের আলামিন হত্যা মামলাসহ একটি অস্ত্র আইনে ও বিস্ফোরক এবং ছিনতাই মামলা আদালতে রয়েছে। হত্যা মামলা দুটিতে তাকে মৃত্যদণ্ড দিয়েছে আদালত।

জানা গেছে, দৈনিক বণিক বার্তার বিজ্ঞাপন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম কাওছার (৩৮) ২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সকালে বাসা থেকে বের হন। এরপর থেকে তার মোবাইলফোন বন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন ওই দিন তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
জাহাঙ্গীরের খবর জানতে একাধিক বার ফয়সালের সঙ্গে কথা বলে জাহাঙ্গীরের পরিবার। কিন্তু ফয়সাল তাদের বলেন, তিনি কিছুই জানেন না। পরে রাজধানীর খিলক্ষেত নামাপাড়ার ২১১/১-এ নম্বর বাড়ির পাঁচতলার একটি মেসে সুটকেসের ভেতর থেকে জাহাঙ্গীরের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেন পুলিশ।

এ ঘটনায় নিহত জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রোকসানা পারভীন বাদি হয়ে ওই বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর খিলক্ষেত থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলাটি তদন্ত করে ২০১৬ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা খিলক্ষেত থানার এসআই আব্দুল জলিল। ওই বছরের ২৫ মে আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করেন আদালত। মামলাটির বিচার চলাকালে আদালত ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

২০২১ সালে রোববার (২ফেব্রুয়ারি) ঢাকার ৭ম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক তেহসিন ইফতেখান এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ে জাহাঙ্গীর আলমের খালাতো ভাই এইচএম ফয়সাল ওরফে প্যাডিকে

মৃত্যুদণ্ড এবং অপর তিন আসামি নাজমুল হাসান ওরফে রাকিব, রায়হান হাসান সারোয়ার ও ফাহিম হাসান খানকে যাবজ্জীবন দেন।

এসময় প্রধান আসামি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্যাডি পলাতক ছিলেন। সেসময় আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানাসহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। রায় ঘোষণার সময় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক জহির রায়হান জানান, ফয়সাল হোসেন ওরফে প্যাডি তুরাগ এলাকায় রুবেল হোসেন পরিচয় সাড়ে চার বছর আগে বিয়ে করে বসবাস করছিলেন।

আজ মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে দিকে আদালতে নেওয়া হয়েছে তাকে।

গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে অভিজ্ঞতা ও শেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন প্রকল্প ও কাজ সরেজমিনে দেখার জন্য পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা শেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম আবু সায়েম পল্টুর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট টীম প্রিউইট, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, গ্লোবাল ফিনান্স এন্ড এডমিন জেথ্রো ক্লিবেউকার, ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. নাজমুন নাহার, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহাা, গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ তাজুল ইসলাম, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের যশোর

রিজিওনের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী খোরশেদ আলম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হোসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, নাগরিক কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক সুজনের সাবেক জেলা সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও পিএসজি গাংনীর কোর্ডিনেটর সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুলসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা তাদের বিভিন্ন সফলতা ও সামাজিক ভাল কাজের কথা তুলে ধরেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা স্যানিটেশন, বাল্য বিবাহ মুক্ত করা গর্ভবতী নারীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা, করোনাকালীন বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন গাংনীকে উন্নত গাংনী গড়ে তোলার জন্য ও সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে বেসরকারি অংশীদার হিসেবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কাজ করে থাকে। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীরা নিজেরা কিভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে ও মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলেছে তা তুলে ধরা হয় শেয়ারিং সভায়। বিদেশি ডেলিগেটূদের পেয়ে কর্মীরা ছিল উচ্ছ্বসিত ও প্রানবন্ত। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট টীম প্রিউইট দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কর্মীদের সফলতার গল্প শুনে অভিভূত হয়েছেন। তিনি বিশ্বে তাদের সফলতার গল্প ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মুজিবনগরে অস্ত্র ও গুলিসহ ৫ জন আটক

একটি বিদেশী পিস্তল, ১ রাউন্ড গুলি ও পিস্তলের ম্যাগজিনসহ ৫ সন্ত্রাসী ও জুয়াড়ি আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখের বাড়ির সিঁড়ি ঘরের

পায়খানার ট্রাংকীর ভিতর থেকে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পিস্তুল, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করেন।

আটকরা হলেন, শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাজুল শেখের ছেলে ওই বাড়ির মালিক শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখ (২২), তার অপর ৪ সঙ্গী একই উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিল্লাল শেখের ছেলে প্রিন্স শেখ (৩৪), সিরাজুল ইসলামের ছেলে শাহিন রেজা (২৪) যশোর কোতোয়ালী উপজেলার ঝুমঝুমপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে রাজন হাসান (২৯) ও শফিকুল ইসলামের ছেলে আলামিন (৩১)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, শিবপুর গ্রামের শামীম রেজা ওরফে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শিবপুর গ্রামে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড শেখ বিজয়ের বাড়িতে মুজিবনগর থানার ওসি উজ্বল দত্তের নেতুত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ যুবক কে আটক করে। এসময় বাড়ির নির্মাণাধীন ট্যাংকির ভিতর থেকে একটি বিদেশী নাইন এমএম পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন ও এক রাউন্ড গুলি, ৫টি মোবাইল উদ্ধার এবং একটি প্রাইভেটকার আটক করে।পরে তাদের আটক করে মুজিনগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান সাংবাদিকদের বলেন, শেখ বিজয় অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে এর আগে কয়েকবার পুলিশের হাতে আটক হয়। পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যশোর জেলার দুই যুবক সহ ৫ জনকে আটক করে। এসময় তাদের স্বীকারক্তি অনুযায়ী ১টি পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন, ১ রাউন্ড গুলি, একটি প্রাইভেটকার ও ৫টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় একজন পালিয়ে যায় তাকে ধরতে পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক টিম মাঠে কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করছি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করার লক্ষ্যে তাদের অবস্থান হতে পারে।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সাইবার ক্রাইম আইনে মুজিবনগর থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১৭ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে তসরুপ, ক্ষতি প্রায় ২০ লাখ টাকা

মেহেরপুরের রাতের আঁধারে এক কৃষকের ১৭ বিঘা কলা গাছ কেটে তসরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে কৃষকের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২০ লাখ টাকা। ভুক্তভোগীদের লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পরও কোন ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। আর পুলিশ বলছে লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গেল এক মাস আগে রাতের আঁধারে পাঁচ বিঘা কলা গাছ কেটে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। সেই রেস কাটেতে না কাটতেই আবারো বারো বিঘা জমির কলা গাছ কেটে তসরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের মধ্যপাড়ার মাঠে এই ঘটনা ঘটে। কলা খেতে মালিক রহিদুল ইসলামের দাবি এতে তার ক্ষতি হয়েছে প্রায় ২০ লাখ টাকা।

কলা চাষি রহিদুল ইসলাম জানান,অন্যের জমির প্রতি বিঘা ২০ হাজার টাকা দিয়ে লিজ নিয়ে ১৭ বিঘা জমিতে তিনি কলা চাষ শুরু করেন। লিজ খরচ বাদ দিয়ে প্রতি বিঘাতে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়। আসন্ন রমজান উপলক্ষে এই কলা খেত থেকে আমি প্রায় ২০ লাখ টাকার কলা বিক্রি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলাম। আমার নিজ কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল গ্রামে কলা চাষ হয় না তাই। আমি পার্শ্ববর্তী জেলায় কলা চাষ করতে এসেছিলাম। আমার কারো সাথে শত্রুতা না থাকার পরেও আমার এত বড় ক্ষতি করেছে যা আমার পক্ষে পুষিয়ে নেয়া অসম্ভব।

রহিদুল ইসলামের নিকট আত্মীয়রা জানান, গত এক মাস আগে যখন আমার ভাইয়ের ৬ বিঘা জমির কলা গাছ কেটে দিয়ে দুর্বৃত্তরা তখন এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করার পরও এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ, তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এলাকাবাসি জানান, যারা রাতের আঁধারে কৃষকের ফসল নষ্ট করেছে তাদের আইনের আওতায় নিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান,লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুকে হুইলচেয়ার উপহার

মেহেররপুরের গাংনীর ঢেপা গ্রামে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুর মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গোলাম আম্বিয়া গনপাঠাগার এর পক্ষ থেকে ঢেপা গ্রামের জিয়াউল হকের শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুকে একটি হুইল চেয়ার উপহার দেওয়া হয়েছে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামিদুল ইসলাম হিল্লোল প্রতিবন্ধী শিশুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে হুইল চেয়ারটি প্রদান করেন।

হুইল চেয়ার পাওয়া শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুর পিতা জিয়াউল হক জানান, কয়েক বছর ধরে আমার প্রতিবন্ধী শিশুটিকে নিয়ে খুব সমস্যার মধ্যে আছি। অনেক জায়গায় বলেও একটা হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের পাশের গ্রাম চিতলার গোলাম আম্বিয়া গণ পাঠাগার এর পক্ষ থেকে আজ উন্নত মানের একটা হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছে আমার ছেলেকে। আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক দোয়া করি যারা আমাদের মতো গরিব মানুষকে সহযোগিতা করেছে।

গোলাম আম্বিয়া গণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামিদুল ইসলাম হিল্লোল জানান, চিতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান শিক্ষক প্রয়াত শিক্ষাবিদ গোলাম আম্বিয়ার নামে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাকায় অসহায় মানুষের মাঝে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা হয়। আজকে শারিরীক প্রতিবন্ধী শিশুর মাঝে একটি হুইলচেয়ার উপহার দেওয়া হয়েছে । এবারের শীতে অনেক গরিব অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতারণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সেবামূলক কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে সংগঠনটির পক্ষ থেকে।

হুইল চেয়ার বিতরণের সময় সংগঠনটির স্বেচ্ছাসেবী সদস্য আব্দুস সামাদ,জামান রহমান, সাধন কুমার মন্ডল,হামিদুল, কাইস মাহমুদ ও উপহার পাওয়া শিশুর পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রীর ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরা হলোনা কৃষক রমজান আলীর

মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী ইছাখালি মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় রমজান আলী(৫২) নামের এক কৃষক মারা গেছেন। অসুস্থ স্ত্রীর জন্য ওষুধ কিনে বাড়ি ফেরার সময় দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

আজ শনিবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রমজান আলী সদর উপজেলার ইছাখালি গ্রামের মৃত ফরমান আলীর ছেলে। এঘটনায় মোটরসাইকেল চালক পার্শ্ববর্তি হরিরামপুর গ্রামের আসানুর আলীর ছেলে আসিফ হোসেন (২২) আহত হয়েছেন। তার অবস্থাও আশংকাজনক।

প্রত্যক্ষদর্শি মাসুদ রানা জানান, নিহত রমজান আলী স্থানীয় একটি ফার্মেসী থেকে ওষুধ কিনে বাড়ি যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এসময় হরিরামপুর থেকে আসা মেহেরপুর গামী দ্রুতগামী পালসার মোটরসাইকেলটি তাকে স্বজোরে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ১০/১২ হাত দুরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। এতে রমজান আলী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফাঁয়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত আসিফকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর স্টেশন মাস্টার রুহুল আমিন জানান, খবর পেয়ে মোটরসাইকেল চালক আসিফকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনা কবলিত মোটরসাইকেলটি পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার পরপরই

সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেইনি। লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগরে ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে মহিলাকে মারধর

মুজিবনগরের বল্লভপুরে গতকাল শুক্রবার রাস্তার পাশের ঘাস ছাগলে খাওয়াকে কেন্দ্র করে বল্লভপুর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মহিলাকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বাগোয়ান গ্রামের মোল্লা পাড়ার সুরুন মোল্লার ছেলে মফি মোল্লার বিরুদ্ধে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে গতকাল শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে কেদারগঞ্জ আটকবর সড়কের বল্লভপুর পলি মাঠে প্রধান সড়কের পাশে সরকারি রাস্তার জমিতে অবৈধভাবে লাগানো ঘাস বল্লভপুর গ্রামের শুকু মন্ডলের স্ত্রী টুম্পা মন্ডল ছাগল চরানোর সময় তার ছাগলে ঘাস খেয়েছে এমন অভিযোগ করে টুম্পা মন্ডলকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং চুল চেপে ধরে মাটিতে ফেলে কিল ঘুষি মারে এবং ধারালো হাসোয়ার (হেঁসো) উল্টা পিঠ দিয়ে আঘাত করে আহত করে।

আহত টুম্পা মন্ডল স্থানীয় কয়েকজনের কাছে সহযোগিতা চেয়ে না পেয়ে লজ্জায় ক্ষোভে আজ শনিবার সকাল ৯ টার সময় বল্লভপুর মিরে গাড়ির মাঠে সাত্তার এর পুকুর পাড়ের ভুট্টা ক্ষেতে ঘাসমারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে স্থানীয় কৃষক বাগোয়ান গ্রামের ইন্দু দেখেতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে শনিবার থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে ভুক্তভোগী।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) উজ্বল দত্ত

জানান,মারধরের বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।